

যজ্ঞাদি কৰ্মসকলই নিত্যবিধিপ্রাপ্ত বলিয়া অবশ্যই পরমেশ্বরের পূজা করা কর্তব্য—এই বুদ্ধিতে পরমেশ্বরকে পূজা করে কিন্তু, ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানে পরমেশ্বরের পূজা করে না; অতএব সে জন পূর্ববর্ণিত রাজস ভক্তের মত পৃথগ্ভাবে বলিয়া অর্থাৎ ভক্তি হইতে মোক্ষকেই পুরুষার্থ বলিয়া ভাবনা করে। এই জ্ঞান সেই মোক্ষার্থী ভক্ত সাত্বিক নামে অভিহিত হইলেন। উত্তর পক্ষের অর্থাৎ নিত্যবিধিপ্রাপ্ত বলিয়া যে জন পরমেশ্বরের পূজা করেন, তাহারও তাৎপর্য্য কৰ্মপরিহারেই পর্য্যবসান হয়। এই অভিপ্রায়ে ১১।২৫।২৬-২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

সাত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগান্কো রাজসঃ স্মৃতঃ ।

তামসঃ স্মৃতিবিব্রষ্টো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥

সাত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কৰ্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।

তামসশ্চৈব যঃ শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নিগুণঃ ॥

হে উদ্ধব! যে কর্তা অনাসক্ত, সে জন সাত্বিক অর্থাৎ যাহার ফলে আসক্তি নাই, সেই অধিকারী সাত্বিক। আর যে অধিকারী ফলপ্রাপ্তির জ্ঞান অত্যন্ত অভিনিবেশযুক্ত, সেই জন রাজস। যে জন অনুসন্ধানশূন্য, সে জন তামস। যে অধিকারী একান্তভাবে আমারই শরণাগত, সে জন নিগুণ; যেহেতু তাহার কোনপ্রকার অহঙ্কার নাই। আত্ম এবং অনাত্মবিচারে যে শ্রদ্ধা, সেটি সাত্বিকী; কৰ্ম্মশ্রদ্ধার নাম রাজসী; অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া শ্রদ্ধার নাম তমসী; আমার সেবার প্রতি যে শ্রদ্ধা, সেটি নিগুণ। ঐ স্থানেই বলিয়াছেন—

সাত্বিকং সুখমাত্মোখং বিষয়োখন্ত রাজসম্ ।

তামসং মোহদৈন্ত্র্যোখং নিগুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥

কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং—এই সকল প্রমাণে মোক্ষই কামনা যে সাত্বিকী, তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—এই সাধন এবং সাধ্য দুইই সাত্বিক বলিয়া কৈবল্যকামারও সগুণা ভক্তির মধ্যে পর্য্যবসান করা হইয়াছে। ‘যজ্ঞেদ্যষ্টব্যমিতি বা’ এই উত্তরার্কিই এই বিষয়ের উদাহরণরূপে বুঝিতে হইবে। অনন্তর যাহার উৎকর্ষ বোধের জ্ঞান ভক্তির বিবিধ ভেদ নিরূপণ করা হইল, সেই ভক্তির একমাত্র ভক্তিতেই কামনা থাকে বলিয়া নিকামা নিগুণা ‘কৈবলা’ ‘স্বরূপসিদ্ধা’ প্রভৃতি নামে নিরূপিত হইলেন। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ‘অকিঞ্চনা’ নামে সকলের প্রথমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। সে ‘অকিঞ্চনা’ ভক্তির লক্ষণ শ্রীভগবান কপিলদেব নিজ জনীকে ৩৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন ॥ ২৩৪ ॥